Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারণে পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল

তত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদ শাহরিয়ার চৌধুরী
রোলঃ ২১৬০১০৭৯৬

২৫ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারণে পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদ শাহরিয়ার চৌধুরী
রোলঃ ২১৬০১০৭৯৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “যে কারণে পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহমিদ শাহরিয়ার চৌধুরী, আইডিঃ ২১৬০১০৭৯৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওলানা মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

<u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যে কারণে পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফাহমিদ শাহরিয়ার চৌধুরী

আইডিঃ ২১৬০১০৭৯৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৫ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্রঃ

ভূমিকা.. 5

নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব..5

শারীরিক সক্ষমতার মানদণ্ডে নারী ও পুরুষ..6

মানসিক সক্ষমতার মানদণ্ডে নারী ও পুরুষ...7

অর্থনৈতিক দায়িত্ব পুরুষের উপর কেন...8

নারী ক্ষমতায়নের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পুঁজিবাদের আসল রূপ.................................. 9

পুঁজিবাদী নারী ক্ষমতায়নের কুফল.. 11

ইসলামের সুন্দর সমাধান..14

বিদায়ী মেহমানের প্রতি.. 16

রেফারেন্স.. 19

ভূমিকাঃ

জান্নাত। নিয়ামতে পরিপূর্ণ একটি জায়গা। আল্লাহ তাআ'লা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম মানুষ আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করে থাকতে দিলেন এই জান্নাতে। নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে। মানুষের সুখ-শান্তির কি নেই সেখানে। কিন্তু তারপরেও আদম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন অতৃপ্ত। কিছু একটার শূন্যতা, কিছু একটার অভাব অনুভব করছিলেন তিনি। আল্লাহ তার বাম পাশের অস্থির ঊর্ধ্ব অংশ থেকে সৃষ্টি করলেন তার স্ত্রী হাওয়া (আলাইহাস সালাম) কে। জান্নাত এবার আসলেই জান্নাত হয়ে উঠল। কেটে গেল তার অভাব, অশান্তি আর শূন্যতা। পেলেন সস্তি আর সুখ-শান্তি। স্ত্রী ছাড়া নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতেও যদি শূন্যতা অনুভব হয়, তাহলে বোঝাই যায় একজন স্বামীর জন্য তার স্ত্রী কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে; আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে।

[সূরা আরাফঃ ১৮৯]

স্বামী-স্ত্রীর এই মধুর সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে পরিবার, গড়ে ওঠে সমাজ ও রাষ্ট্র। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মত এগুলোরও দরকার একজন কর্তা, একজন Admin. আল্লাহ কর্তার এই দায়িত্বটি দিলেন পুরুষকে। কিন্তু কেন?

এর উত্তর রয়েছে কুরআনে ও হাদিসে। উত্তর রয়েছে নারী-পুরুষের বায়োলজিতে এবং আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া প্রতিমুহূর্তের নানা ঘটনাবলীতে।

নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।

[সূরা নিসাঃ ৩৪]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।
[সূরা বাকারাহঃ ২২৮]

নারী ও পুরুষ উভয়ের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ উপরের আয়াতদ্বয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, পুরুষ হচ্ছে নারীর উপর কর্তৃত্বশীল।

আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

সে জাতি কক্ষনো সফল হবে না স্ত্রীলোক যাদের প্রশাসক হয়।
[বুখারীঃ ৪৪২৫; তিরমিযীঃ ২২৬২]

এই হাদিস স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, নারী কখনোই পুরুষের উপর কর্তৃত্বশীল হতে পারবে না। অর্থাৎ পুরুষই হবে নারীর উপর কর্তৃত্বশীল। এর কারণ হিসেবে আল্লাহ দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেনঃ

১) নারীর থেকে পুরুষের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বেশি
২) পুরুষ নারীর আর্থিক দায়িত্ব বহন করে।

শারীরিক সক্ষমতার মানদণ্ডে নারী ও পুরুষঃ

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অসংখ্য বায়োলজিকাল কারণে পুরুষ নারীর থেকে শারীরিকভাবে অধিক সক্ষম। নিম্নে তার কিছু স্বরুপ তুলে ধরা হলঃ

সৃষ্টিগতভাবে নারী যে সকল বিষয়ে পুরুষের থেকে কমঃ

- উচ্চতায় নারী পুরুষের থেকে গড়ে ৯% ছোট
- হৃদপিন্ডের ওজনে নারী পুরুষের থেকে গড়ে ১৫% কম
- মস্তিষ্কের আয়তনে নারী-পুরুষের থেকে গড়ে ১১% কম
- লিভারের ওজনে নারী পুরুষের থেকে গড়ে ১২% কম
- কিডনি দুটো নারীর পুরুষের থেকে গড়ে ১৬% কম
- ফুসফুস দুটো নারীর পুরুষের থেকে গড়ে ২০% কম
- উপরাংশের পেশী নারীর পুরুষের থেকে ৪০% কম
- নিচের অংশের পেশী নারীর পুরুষের থেকে গড়ে ৩৩% কম
- পুরুষের হাড়ের ওজন ৫০% বেশি

- ❖ এছাড়াও নারীদের রক্তে হিমোগ্লোবিন কম। ফলে অক্সিজেন পরিবহনের ক্ষমতা কম। এতে করে তারা তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে পড়ে।
- ❖ হিপবোন আর পায়ের গঠন এমন কৌণিক যা দৌড়ের উপযোগী নয়, হাটু দুটো বাড়ি খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- ❖ বেশি গরমে কষ্ট হয় পুরুষের চেয়ে নারীদের বেশি। কারণ তারা ঘামে কম।
- ❖ বেশি ঠান্ডাও সহ্য করতে পারেনা। মাথা কাজ করে না। বেশি শীত শীত লাগে।

জীবনের ৩ টা সময় নারীদের কর্মক্ষতা ও কর্ম ধারাবাহিকতা কমে যায়, মানসিক ও শারীরিক কারণে।

- ★ প্রতিমাসেই নির্দিষ্ট কিছুদিন নারীদের কর্মক্ষমতা কমে যায়। বেরিয়ে যায় ৮০ মিলিমিটার রক্ত। মেজাজ একই রকম থাকে না।
- ★ মেনপজের পর স্বভাব ও দক্ষতায় অবনতি হয়।
- ★ এবং যখন নারীরা সন্তান ধারণ করে, সে সময় তাদের কর্মক্ষমতা লোপ পায়, নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

- রিসার্চ জানাচ্ছে, মাসিকের আগে নারীদের যে খারাপ লাগে, যাকে বলে Premenstrual Syndrome বা PMS. এই PMS এ ৯০% নারী কোনো না কোনো মাত্রায় ভোগে।
- আমেরিকার গাইনি ডাক্তাররা এই রোগের যে শর্ত দিয়েছে, তার ৫ নং ক্রাইটেরিয়া হলোঃ লক্ষণগুলোর কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পারফরম্যান্সে চোখে পড়ার মতো কমতি আসবে। এবং এই ক্রাইটেরিয়া অনুসারে ৯০% নারীই এতে ভোগেন।
- ৮৪% নারীর জীবন এলোমেলো করে দেয় মেনপজ। ১২% কে ফেলে দেয় বিছানায়।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে নারী শারীরিক সক্ষমতায় পুরুষের থেকে কম।

মানসিক সক্ষমতার মানদণ্ডে নারী ও পুরুষঃ

“শারীরিকভাবে না হয় নারীরা পিছিয়েই আছে, কিন্তু তাতে কি। মস্তিষ্কের যোগ্যতায় নারীরা আজ কতো এগিয়ে গেছে। শিক্ষা-গবেষণায়, পরীক্ষার ফলাফলে নারীরাই এখন এগিয়ে”, বর্তমান সময়ে এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। আসলেই কি তাই? স্কুল কলেজের পরীক্ষায় তোতাপাখির মত কিছু বাক্য মুখস্ত করে লিখে দিতে পারলেই কি মস্তিষ্কের যোগ্যতা প্রমান হয়ে যায়। কখনোই না। যোগ্যতা প্রমাণের আসল জায়গা তো হল বাস্তব জগত, কাজের ময়দান।

আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

[সূরা বাকারাহঃ ২৮২]

এই আয়াতে আল্লাহ ঋণের সাক্ষী হিসেবে দুজন পুরুষের কথা বলেছেন। তবে যদি দুজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষের পরিবর্তে দুজন নারীকে সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুজন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের সমান। কেননা মহিলার জ্ঞান ও স্মরণশক্তি পুরুষের থেকে দুর্বল। এখানে মহিলাকে ছোট বা তুচ্ছ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্বলতা যা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও কৌশলগত ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত।

.

বৈজ্ঞানীক গবেষণাও একই ফলাফল দেয়। কোন কাজে বাধাগ্রস্ত হলে পুরুষ সেটা বারবার করে করে ওভারকাম করে, আর নারীরা ছেড়ে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

Glasgow Caledonian University এর Pamela Andrews এবং Teesside University এর Mark A Chen ৪৭৮ জন নারী ও পুরুষ দৌড়বিদের উপর গবেষণা করলেন, ইনজুরি সহ্য করে নিজের দৌড় ক্যারিয়ার টিকিয়ে নেয়ার মানসিক শক্তি কার কেমন দেখার জন্য। যার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

- পুরুষের টোটাল এবং যৌথ মানসিক শক্তি নারীর চেয়ে বেশি।
- পুরুষের আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নারীর চেয়ে বেশ অনেকটা বেশি।
- পুরুষ পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে আরও বেশি করে কাজে লেগে থেকে। মানে কাজে লেগে থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেছে বেশিরভাগ ছেলে।
- বেশিরভাগ নারীরা কাজ থেকে দূরে থেকে বা একেবারে ছেড়ে দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে বা উত্তরণের চেষ্টা করেছে।

অর্থনৈতিক দায়িত্ব পুরুষের উপর কেনঃ

প্রজন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সন্তানের নিরাপদ প্রসব, তার সুষ্ঠ বিকাশ এবং এক নিরাপদ আশ্রয়ের কোন বিকল্প নেই। এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর দায়িত্ব হলো সন্তান ধারণ ও প্রসব। আল্লাহ এই মহা-দায়িত্ব নারীকে দিয়েছেন এবং তার দেহসত্তা ও মানসসত্তাকে সেভাবেই তৈরি করেছেন।

আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে।

[সূরা আহকাফঃ ১৫]

শুধু সন্ধান জন্মদানেই নয় বরং সন্তানের জন্মের পর তার সুষ্ঠ বিকাশ ও লালন-পালনের জন্য যে ধরনের পরিচর্যা দরকার তার উপযুক্ত করেই নারীকে তৈরি করেছেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছেঃ

- মাতৃস্নেহ বিষয়টা সরাসরি অক্সিটোসিন হরমোনের সাথে রিলেটেড, যা একজন নারীর শরীরে থাকে অনেক বেশি।
- টেস্টোস্টেরন হরমোন বাচ্চা পালার ঝোঁক কমিয়ে দেয়, যা বাবাদের বেশি।
- বাচ্চার কান্নায় মায়ের অক্সিটোসিন হরমোনে বান ডাকে, ফলে মায়া উথলে উঠে, মা ব্যাকুল হয়ে যায়।

এই গুরুদায়িত্ব পালন করে নারীর পক্ষে বাইরে গিয়ে ঘাম ঝরিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে জীবিকা উপার্জন করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ নারীকে জীবিকা উপার্জনের এই দায়িত্ব তথা অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তার উপর ইহসান করেছেন এবং তা পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছেন।

নারী ক্ষমতায়নের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পুঁজিবাদের আসল রূপঃ

ঝকমকে শহর, প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় বাতি, রাত হলেও যেন রাত নামে না এসব শহরে। কত বড় শহর আর কতই না অ–সামান্য অর্জন।

ইউরোপ আমেরিকার শহরগুলোর বর্ণনা দিতে গেলে এমনই শোনা যায়। চোখধাঁধানো আর সাফল্যমণ্ডিত পশ্চিমা সভ্যতা। পশ্চিমা সভ্যতার এই বিশাল সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি হচ্ছে নারী ক্ষমতায়ন। নারীরা আজ পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তারা আজ স্বাধীন, তারা আজ শিক্ষিত, তারা মর্যাদাবান, তারা আপন যোগ্যতায় মহিমান্বিত, তারা আজ পুরুষের সমানে সমান।

উপরের কথাগুলো একনাগারে পড়ে গেলে ভালই লাগে। পশ্চিমা সভ্যতাকে বাহবা দিতে মন চায়। আসলেই তো তারা পুরুষ সমাজের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নারীদের ক্ষমতায়িত করেছে, নারীদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। তাহলে ইসলাম কেন নারীদের পুরুষের কর্তৃত্বাধীন থাকতে বলছে। মেনেই নেয়া যায় না এ কথা।

একটু আস্তে!!! পর্দার উপর যা দেখা যায় তাই কি সব সময় সত্যি হয়। প্রকৃত সত্য তো লুকিয়ে থাকে পর্দার আড়ালে। কেবল দৃষ্টি সম্পন্নরাই তা দেখতে পারে, কেবল বিবেক সম্পন্নরাই তা বুঝতে পারে। আসুন তবে পর্দার আড়ালের কিছু কথা বলি।

{নারী ক্ষমতায়নের দ্বারা নারীদের অধিকার দেয়া হয়নি, বরং এর দ্বারা পুঁজিবাদীরা তাদের পুঁজি বাড়ানোর মাধ্যম বানিয়েছে নারীদের, ভোগবাদীরা তাদের ভোগের বস্তু বানিয়েছে নারীদের।

- ★ নারীকে স্বাধীনতা দেয়া হচ্ছে না। ঘরে আটকে রাখা হচ্ছে, বাইরে আসতে দেয়া হচ্ছে না। বাইরে মানে অফিস, আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যে আসতে দেয়া হচ্ছে না। বাইরে এসে নারী লেখাপড়া করবে, চাকরি করবে, ব্যবসা করবে অর্থাৎ আয় রোজগার করবে।
- ★ নারী লেখাপড়া করে আলোকিত হবে, ভালো পদে যাবে, উঁচু পোস্টে চাকরি করবে, নিজ যোগ্যতা ব্যবহার করে অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। স্বামী সন্তানের পিছনে সেই যোগ্যতা খামাখা নষ্ট করবে কেন।
- ★ নারী মর্যাদা অর্জন করবে, স্বাবলম্বী হবে, কারো উপর নির্ভরশীল হবে না। নিজেই রোজগার করবে।

নারীর স্বাধীনতা, নারীর শিক্ষা, নারীর যোগ্যতা ব্যবহার, নারীর মর্যাদা অর্জন, নারীর সম-অধিকার সবগুলোর মূল লক্ষ্য একটাই। নারী অর্থনীতিতে আসবে, রোজগার করবে, চাকরি করবে অর্থাৎ টাকা-পয়সা, অর্থ উপার্জন করবে। নারী ক্ষমতায়ন মানে অর্থনৈতিক ক্ষমতা, কামাই ও খরচের ক্ষমতা।

যার অর্থ আছে, অর্থনীতিতে অবদান আছে, বস্তুবাদী দুনিয়ায় বস্তু কেনার সামর্থ্য আছে, ভোগবাদী দুনিয়ায় ভোগ করার ক্ষমতা আছে, সেই সম্মান পাবে। অর্থকেন্দ্রিক সামাজে ক্ষমতায়ন হবে অর্থের ভিত্তিতে। নারীকে ক্ষমতায়িত হতে হলে নারীকে অর্থ রোজগার করতে হবে।

অর্থের ভিত্তিতে মর্যাদা নির্ধারণ, এটা পুঁজিবাদী সমাজের মানদন্ড। ইসলামে মর্যাদার ভিত্তি তাকওয়া, ইসলামের মূল আদর্শ। ইসলামের ভ্যালু সিস্টেমে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। তবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে উভয়ের প্রতিদান সমান।}[১]

ইসলাম অর্থের গোলামী করতে বলে না, বলে আল্লাহর গোলামী করতে। ইসলাম অর্থের পিছু পিছু ছুটতে বলে না, বলে আদর্শের (শেষ নবী মুহাম্মদ সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণের কথা।

হে বোন, আপনার অর্থ উপার্জনের দরকার নেই, অনেক উঁচু পোস্টে গিয়ে চাকর হওয়ার (ভদ্র ভাষায় চাকরি করার) দরকার নেই, 'B Com', 'B বেশি' এসব আজব ডিগ্রির দরকার নেই, আপনার ঘরেই আপনি রাণী, আপনার ঘরেই আপনি সম্মানিত।

হাদিসে বর্ণিত আছেঃ
আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) নবীজির দরবারে গিয়ে আরজ করেন, নারীদের পক্ষ থেকে আমি আপনার নিকট আগমন করেছি। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে নারী ও পুরুষ সবার কাছেই রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার উপর ও আপনার প্রতিপালকের

উপর ঈমান এনেছি। আমরা নারীরা তো ঘরের কাজকর্ম আনজাম দেই, সন্তান গর্ভে ধারণ করি, (তাদের লালন-পালন করি)। আমাদের উপর (বিভিন্ন ইবাদতের ক্ষেত্রে) পুরুষদের ফজিলত রয়েছে। তারা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে, রোগী দেখতে যায়, জানাযায় শরীক হয়, একের পর এক হজ্ব করে। সবচেয়ে বড় ফজিলতের ব্যাপার হল তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে। তো আমরা কিভাবে তাদের মতো ফজিলত ও সওয়াব লাভ করতে পারব? নবীজি তখন সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোন দ্বীনী বিষয়ে তোমরা কি কোন নারীকে এর চেয়ে সুন্দর প্রশ্ন করতে শুনেছ কখনো? এরপর নবীজি সেই নারীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার কথা ভালোভাবে অনুধাবন করো ও অন্যান্য মহিলাদেরও এ কথা জানিয়ে দাও যে, স্বামীর সাথে সদাচরণ করা, তার সন্তুষ্টি কামনা করা ও তার পছন্দনীয় কাজ করা এসকল আমলের সমতুল্য সাওয়াব ও মর্যাদা রাখে।

[বায়হাকীঃ ৮৩৬৯]

পুঁজিবাদী নারী ক্ষমতায়নের কুফলঃ

সেমিনারে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যে, মহাজ্ঞানী মহাজনদের লেখনীতে শুধু ভালোটাই শোনা যায়। নারীরা এখন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, জীবিকার জন্য তারা আর পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়। তারা এখন আত্মনির্ভরশীল। এখন আর তাদের উপর পুরুষের কর্তৃত্বের কোন অধিকার নেই।

চাকরি, রোজগার আর টাকা দিয়ে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া, এটা তো জীবনের একটি মাত্র অংশ। জীবনের আরও অনেক অংশ আছে, যা কখনোই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা, মহাজ্ঞানী মহাজনেরা বলেন না, বলতে চান না। তারা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ্যমান দিকটিকেই জাঁকজমক ভাবে উপস্থাপন করেন, কিন্তু এই চাকরি, রোজগার আর টাকার জন্য নারীদের যে তাদের নারীত্বকেই বিসর্জন দিতে হচ্ছে, নিজের বায়োলজির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে, নিজের কলিজার টুকরো সন্তানকে অপরিচিত কাজের বুয়ার কাছে সোপর্দ করতে হচ্ছে, কখনো কখনো তো পরিবারকেই বিসর্জন দিতে হচ্ছে, এই কথাগুলো কেউ বলে না। খুব কৌশলে লুকিয়ে রাখে সবার আড়ালে, যাতে করে পুঁজিবাদের ব্যবসা চলতে থাকে আর নারী লোভীদের কামনা-বাসনা মিটতে থাকে। শুধু নারীরা নীরবে সরে যান সবকিছু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

- নারীরা পুরুষের মতো স্ট্রেস সহ্য করতে পারে না। স্ট্রেসে থাকা একজন পুরুষের থেকে স্ট্রেসে থাকা একজন নারীর শারীরিক ক্ষতি বেশি হয়, মানসিক অসুখও বেশি হয়।
- একই স্ট্রেসে নারীদের স্ট্রেস হরমোন করটিসোল বেশি বের হতে থাকে। ফলে টেনশন জাতীয় মাথাব্যথা ও মানসিক রোগগুলো নারীদের বেশি হয়।

- কম বয়সী নারীদের হার্টের সমস্যাগুলো মূলত হার্টের উপর এই স্ট্রেসের কারণেই হয়।
- লম্বা সময় নিয়ে স্টেস থেকে IBS নামক অসুখ হতে পারে। পুরুষের চেয়ে নারীদের এই রোগের হার দ্বিগুণ।
- স্ট্রেসের কারণে মুটিয়ে যাবার সম্ভাবনা নারীদের অনেক বেশি পুরুষের চেয়ে।
- লাগাতার স্ট্রেসে থাকা মহিলাদের PMS এর সমস্যা বেশি মারাত্মক লেভেলের হয়।
- রিসার্স জানাচ্ছে, ৯০% নারী মাসিকের আগে PMS নিয়েই দৌড়াচ্ছে। পিরিয়ডের ব্যথায় নারী 'কাত করে ফেলা ব্যথা' নিয়েই দৌড়াচ্ছে কিংবা ছুটি নিচ্ছে।

নারী ক্ষমতায়নের নামে, পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা থেকে বের হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর নামে নারীদের জব মার্কেটে এনে এই অতিরিক্ত স্ট্রেসটা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। চাকরিতে ও বাসায় নারীর দ্বৈত ভূমিকাই তাদের কর্মস্থলে পুরুষের চেয়ে অধিক স্ট্রেস অনুভব করার মূল কারণ।

- এই চাকুরী কেন্দ্রিক স্ট্রেসের কারণে নারীদের হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের সম্ভাবনা ৪০% বেশি।
- অন্য একটি রিসার্চ বলছে, নারী কর্মকর্তারা বেশি স্ট্রেস, উদ্বেগ ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন।
- বৃটেনে ৭৯% নারী কর্মক্ষেত্রের স্ট্রেসে ভুগছেন।
- ৭৮% নারী কর্মজীবীর ঘুমে সমস্যা।
- মোটের উপর ৮৭% নারী চাকুরী নিয়ে স্ট্রেসে আছেন।
- গর্ভকালীন সময়ে চাকরিতে যাওয়ার কারণে গর্ভকালীন জটিলতা যেমন আগেই ব্যথা ওঠা, আগে আগেই বাচ্চা হয়ে যাওয়া, কম ওজনের বাচ্চা, প্রি-এক্লাম্পশিয়া, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ইত্যাদি এখন বেশি হচ্ছে।
- বাচ্চাদের জন্মগত ত্রুটিও বেশি হচ্ছে।
- বাচ্চা হবার পরও বাচ্চার সমস্যা রয়ে যাচ্ছে তার গর্ভকালীন স্ট্রেসের ফল হিসেবে।
- অটিজম রোগাক্রান্ত শিশুও বেশি জন্মাচ্ছে।.
- বাচ্চার ১ম বছরে যেসব মায়েরা জবে থাকে ফুলটাইম, সেসব বাচ্চার ৩ বছর, ৪ বছর ও গ্রেড- ১ এ বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রোথ তুলনামূলক কম। এবং এসব মায়েদের ডিপ্রেশন হবার হার বেকার মায়েদের চেয়ে বেশি।

১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯০ সালে পরপর তিনটি রিসার্চের ফলাফলের উপর University of London এর প্রফেসর Jay Belsky এই সিদ্ধান্তে আসেন যেঃ

- ছোট বয়স থেকে দীর্ঘ সময় বাচ্চাকে মা ছাড়া অন্য কারো কাছে রেখে পাললে পরবর্তীতে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের দূরত্ব বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সন্তানের ভিতরে রাগ-জেদ ইত্যাদি আগ্রাসী স্বভাব বৃদ্ধি পায়।
- বাচ্চা বয়সে, স্কুলে যাওয়ার আগের বয়সে এবং প্রাথমিক ক্লাসগুলোতে কাঙ্খিত স্বাভাবিক বিকাশ হয় না।

❖ অধিক শারীরিক শ্রম নারীকে বন্ধ্যা করে ফেলে। আমেরিকান আর্মিতে নারী সৈন্যরা ৩ গুণ বেশি বন্ধ্যাত্বে ভুগছে সিভিলিয়ান নারীদের চেয়ে।

- ❖ উত্তর কোরিয়ার নারী সেনাদের পরিশ্রমের কারণে মাসিকই বন্ধ হয়ে যেত বছরের পর বছর, যেটা নারী দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- ❖ শিফটিং ডিউটি করে যেসব মেয়েরা, নরমালের চেয়ে তাদের মোট ডিম্বাণু ৮.৮% কম। আর পরিণত ডিম্বাণু কমে গেছে ১৪.১%।

নারীরা পরিবারে পর্যাপ্ত সময় দিতে না পারায় এবং আত্মনির্ভরশীলতার নামে অহংকারী ও অসহনশীল হওয়ায় পারিবারিক বিপর্যয় বেড়েছে আগের থেকে অনেক বেশী। এক প্রতিবেদন অনুসারেঃ

- ★ ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে ৫০-৬০ টি তালাকের আবেদন জমা পরছে।
- ★ গত সাত বছরে তালাকের আবেদন ৫২ লক্ষ, বেড়েছে ৩৪%।
- ★ তালাকের ৮০% আবেদন করছে নারীরা যাদের বয়স ২৫-৩৫ বছর।

এসব পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে বাড়ছে একাকিত্ব, বাড়ছে হতাশা, বাড়ছে মানসিক স্ট্রেস। এতে করে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের আত্মহত্যা করার প্রবণতা।

- ★ এক রিপোর্ট অনুসারে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করছে।
- ★ এক বছরে আত্মহত্যা করেছে এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ।

ডিভোর্সের কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে ভঙ্গুর পরিবারের সংখ্যা। আবার বিবাহ বহির্ভূত পরিবার গঠনের প্রবণতাও ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ভঙ্গুর পরিবারের সন্তানেরা নানা ধরনের মানসিক ও শারীরিক জটিলতায় ভুগে।

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল আমেরিকার বিভিন্ন বড় বড় শহরে ১৯৯৮ থেকে ২০০০ এর মধ্যে জন্ম নেয়া ৫০০০ শিশুর উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। বিয়ে ছাড়া গঠিত পরিবারকে বলা হয় 'ভঙ্গুর পরিবার'। আমেরিকার মোট জন্মের ৪১% শিশু এই বিয়ে ছাড়া বাবা-মায়ের সন্তান। ফলাফলের সারাংশ হলঃ

- বিয়ের দ্বারা গঠিত পরিবারের তুলনায় এইসব ভঙ্গুর পরিবারের বাবা-মাদের টিনেজ এ বাবা-মা হবার সম্ভাবনা বেশি, কমিটমেন্ট ভেঙ্গে আরেক পার্টনারের সন্তান ধারণের সম্ভাবনা বেশি, দারিদ্রতা বেশি, হতাশায় ভোগার হার বেশি, মাদকাসক্তির হার বেশি, জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- ভঙ্গুর পরিবারের সন্তান পরিচর্যা ও সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে উদাসীনতার দরুন এসব সন্তানের-
    - ❖ আই কিউ কম, আক্রমণাত্মক আচরণ বেশি, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা, ২০ এর আগেই সন্তান ধারণের দ্বিগুণ সম্ভাবনা।
    - ❖ সম্ভাবনা এই যে, এই শিশুরা বড় হয়ে একই চক্রে ঘটাতে থাকবে।

এই গবেষণা শেষে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়, সমাজকে অবিবাহিত দম্পতি হবার ব্যাপারে উৎসাহ দানকারী বিষয়গুলোকে পুনরায় বিবেচনা করতে হবে।

পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসার নামে, নিজেকে পুরুষের মতো প্রমাণ করার প্রত্যয়ে নিজের বায়োলজির বিরুদ্ধে অবিরত ছুটে চলেছে নারী, বিনিময়ে ধ্বংস করছে নিজের শরীর আর নষ্ট করছে সামাজিক ও পারিবারিক ভারসাম্য। এটাই নারী ক্ষমতায়নের আসল রূপ।

ইসলামের সুন্দর সমাধানঃ

গাধার উপর বসেছে তার মনিব, গাধার মুখের একটু সামনে ঝুলে ধরেছে একটি মুলা। মুলাটি খাওয়ার জন্য গাধা যত সামনে এগিয়ে যায়, মুলাটিও ঠিক ততটুকু পরিমাণ সামনে এগিয়ে যায়। ফলে গাধার আর মুলাটি খাওয়া হয় না। শুধু গাধার পিঠে বসে এগিয়ে যায় তার মনিব।

নারীর উপর বসেছে পুঁজিবাদ, সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে ক্যারিয়ার নামের একটি মুলা। নারী যতই এর দিকে এগিয়ে যায়, ক্যারিয়ার নামের এই মরীচিকা ততই দূরে সরতে থাকে। তাই সুন্দর ক্যারিয়ার আর মর্যাদা কোনদিনও পাওয়া হয় না তার। শুধু তার উপর ভর করে এগিয়ে যায় পুঁজিবাদ, এগিয়ে যায় ভোগবাদ।
হে বোন! কবে বুঝবেন আপনি?

পুঁজিবাদের এই ষড়যন্ত্রের জাল থেকে কেবল সেই বাঁচতে পারবে, যে মেনে নেবে ইসলামের বিধান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর বিধান।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে।

[সূরা আহযাবঃ ৩৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং

নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।

[সূরা নিসাঃ ৩২]

আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ
যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজানের রোজা রাখবে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করো।

[মুসনাদে আহমাদঃ ১৬৬১, সহীহ ইবনু হিব্বানঃ ৪১৬৩]

তিনি আরও বলেছেনঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

যে কোন নারী তার স্বামীকে খুশী রেখে মারা যায় সে জান্নাতে যাবে।
[যঈফ; ইবনু মাজাহঃ ১৮৫৪, সুনান আত তিরমিযিঃ ১১৬১; আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।]

আর ইসলাম পুরুষদেরকেও এই দায়িত্ব দিচ্ছে যে, তারা নারীর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করবে। নারীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সাবধান থাকার হুশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ
যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোনকে লালন-পালন করবে এবং তাদেরকে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, উত্তম চালচলন ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কেউ যদি দুজনের জন্য এরূপ করে? তিনি বললেন, দুজনের জন্য এরূপ করলেও হবে।

[শারহুস সুন্নাহঃ ৩৪৫৭]

অন্য হাদিসে রয়েছেঃ
মুআবিযা বিন হাইদাহ (রহ.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিতঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো, স্বামীর উপর স্ত্রীর কী অধিকার রয়েছে? তিনি বলেনঃ সে আহার করলে তাকেও (একই মানের) আহার করাবে, সে পরিধান করলে তাকেও একই মানের পোশাক পরিধান করাবে (অথবা তোমাদের ভরণপোষণের সাথে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করার সাথে তাদের পোশাক পরিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করবে)। কখনও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না এবং নিজ বাড়ি ছাড়া অন্যত্র তাকে একাকী ত্যাগ করবে না।

[ইবনু মাজাহঃ ১৮৫০, আবু দাউদঃ ২১৪২]

অপর হাদিসে এসেছেঃ
ইয়াস ইবনু ’আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ যুবাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহর দাসীদের প্রহার করো না। অতঃপর ’উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! নারীরা তো তাদের স্বামীদের অবাধ্যাচরণ করছে। তিনি তাদেরকে মারার অনুমতি দিলেন এবং তারা প্রহৃত হলো। পরে অনেক নারী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাড়িতে সমবেত হলো। সকাল বেলা তিনি বলেনঃ “আজ রাতে মুহাম্মাদের পরিবারে সত্তরজন মহিলা এসে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। তোমরা মারপিটকারীদেরকে তোমাদের মধ্যে উত্তম হিসাবে পাবে না।”

[ইবনু মাজাহঃ ১৯৮৫, আবু দাউদঃ ২১৪৬]

বিদায়ী মেহমানের প্রতিঃ

“দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমি এই বড় বড় ডিগ্রীগুলো অর্জন করেছি, হাজার হাজার মানুষকে টেক্কা দিয়ে এই বড় চাকরিটি পেয়েছি, নিজের শারীরিক কষ্টকর মুহূর্তগুলো সহ্য করে হলেও আমি পুরুষের মতো করে চলেছি, অগণিত পুরুষের লোভনীয় দৃষ্টির ভিড় ঠেলে আমি সামনে এগিয়েছি, পরিবার ও সন্তানের মায়া জড়ানো পিছুটানকে ছিন্ন করে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা চাকরিতে সময় দিয়েছি, তাই দেখো আমি আজ সফল একজন নারী। কোন অংশেই পুরুষের থেকে কম নই বরং অনেক পুরুষের থেকেও আমি এগিয়ে।”

জ্বি বোন, অনেক সুন্দর আপনার ক্যারিয়ার। অসামান্য অর্জন আর অসাধারণ কৃতিত্বে ভরা আপনার জীবন।

কিন্তু!!! হে আমার বোন, হে পৃথিবীর মুসাফির, হে বিদায়ী মেহমান, চলে তো যেতেই হবে একদিন। ছাড়তে তো হবেই এই দুনিয়া। যেদিন চলে যাবেন, সেদিন এই বড় বড় ডিগ্রী, এই বড় চাকরি, এই সুন্দর ক্যারিয়ার, কিছুই যাবে না আপনার সাথে। সাথে যাবে আপনার গুনাহসমূহ। পুরুষের মত নিজেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করার গুনাহ, নিজের পরিবার ও সন্তানের প্রতি দায়িত্বসমূহ পালন না করার গুনাহ, হাজার হাজার পুরুষের দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার গুনাহ। এই গুনাহসমূহ দিয়েই রচিত হবে আপনার আমলনামা আর আখিরাতের ক্যারিয়ার।

হে বিদায়ী মেহমান, কল্যাণ আল্লাহর বিধানে, শান্তি আল্লাহর গোলামীতে। যে আল্লাহর বিধান মানবে, সে নারী হোক আর পুরুষ, আল্লাহর কাছে তার জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।

আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালণকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।

[সূরা আহযাবঃ ৩৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক।

[সূরা আলি ইমরানঃ ১৯৫]

আল্লাহ আরও বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরুপ প্রতিফল পাবে, আর যে, পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে।

[সূরা মু'মিনঃ ৪০]

বাঘ হয়তো বাঁদরের মতো গাছের চূড়ায় উঠতে পারে না, তাই বলে কি বাঁদর বাঘের থেকে শ্রেষ্ঠ। কখনোই না। বাঁদরের গাছের মগডালে উঠে হাজার বার চিৎকারও প্রতিক্রিয়াহীন, কিন্তু বাঘের মাটিতে থেকে একটি চিৎকারই পুরো বন কাঁপাতে যথেষ্ট। হে বোন, কেন গাছের মগডালে উঠার জন্য বাঁদর সাজতে চান, নিজের বাড়িতেই থাকুন না বাঘিনী হয়ে, আল্লাহ সেখানেই আপনাকে সম্মানিত করেছেন।

হে আমার বোন, অন্যের বাড়িটা যতই বড় হোক না কেন, সেখানে আপনি চাকরানী। আপনার নিজের বাড়িটা যতই ছোট হোক না কেন, সেখানে আপনিই রাণী। আপনার পরিবারের মধ্যে, আপনার ঘরের মধ্যেই আপনার মর্যাদা। এই মর্যাদাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ধরে রাখতে হলে মানতে হবে আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহর বিধান মানে, নারীর জন্য পুরুষের আনুগত্য আর নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব।

রেফারেন্সঃ

১ - "ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০" থেকে সংগৃহীত

২ - যে সকল বই / প্রবন্ধের সাহায্য নেয়া হয়েছেঃ

- "ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০" _ ড. সামসুল আরেফীন
- মাসিক আল কাওসার _ "ইসলাম ও নারী" _ আমাতুল্লাহ তাসনীম সাফফানা _ মে - ২০১১
- মাসিক আল কাওসার _ "ইসলাম ও নারী - ২" _ আমাতুল্লাহ তাসনীম সাফফানা _ জুন - ২০১১